দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 0 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

42

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ।। অর্থ বিভাগ বেশি গরীব এলাকায় চালু করার পক্ষে

।। প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ।।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এক প্রতিবেদনে প্রাথমিকভাবে দেশের দরিদ্রতর এলাকা শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছে।

কর্মসূচীর অধীনে খাদ্যপ্রাপ্তির শর্ত আরও কঠোর করা, খাদ্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রকল্প এলাকার প্রতিস্কুলে ৫০ থেকে ১০০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, দুস্থ মাতা ও শিশু উন্নয়ন প্রকল্প, টেস্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর শর্ত আরোপ এবং সুষ্ঠু বিতরণ পদ্ধতি গ্রহণ করার ব্যাপারে ওই প্রতিবেদনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে প্রাথমিকভাবে দেশের ৪৬০টি থানায় একটি করে ইউনিয়ন এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। থানাগুলোর অন্যান্য ইউনিয়নেও একইভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার দাবি আসতে পারে বলে প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়।

চলতি অর্থবছরে থানাগুলোর একটি করে ইউনিয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার ফলে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১০৬ কোটি টাকা। গমের দাম টাকায় হিসেব করলে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়াবে ১৯৭ কোটি টাকা।

চূড়ান্ত পর্যায়ে ৪৬০টি থানার সবক'টি ইউনিয়নকেই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াবে বছরে প্রায় ১ হাজার ২শ' কোটি টাকা। এই অর্থের সংস্থান করা সরকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা তা এখনই বিবেচনা করা দরকার বলে প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

চলতি অর্থবছরে ৪৬০টি ইউনিয়নের ৪ লাখ ৬০ হাজার পরিবারের ৬ লাখ ৯০

শিক্ষা : পৃঃ ৬ কঃ ১

সংবাদ ৬

শিক্ষা ঃ অর্থ বিভাগের প্রস্তাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাজার দরিদ্র শিশুর মধ্যে ১ লাখ ২৪ হাজার ২শ' মেট্রিক টন গম বিতরণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। একটি শিশুকে স্কুলে পাঠানোর উদ্দেশ্যে একটি পরিবারকে প্রতিমাসে ১৫ কেজি করে গম দেয়া হচ্ছে। যদি একটি পরিবার থেকে একাধিক শিশু স্কুলে যায় তাহলে ঐ পরিবার প্রতিমাসে সর্বাধিক ৩০ কেজি গম পায়।

প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ দাতা দেশ ও সংস্থার খাদ্য সাহায্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে জানিয়েছে যে, দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে খাদ্যের বিকল্প হিসেবে অন্য ধরনের পণ্য প্রাপ্তির চেষ্টা চালানো যেতে পারে। এ অবস্থায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর ব্যাপারে বৈদেশিক উৎস থেকে সাহায্য বা খাদ্য পাবার সম্ভাবনা নেই। নিজস্ব সম্পদ থেকেই এই প্রকল্পের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অতএব, প্রকল্পের আকার সীমিত রাখা খুবই প্রয়োজন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলকভাবে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের ছেলেমেয়েদের বেশি করে স্কুলে পাঠানো এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের খাদ্য সাহায্য করা। দেশী-বিদেশী বেসরকারী সাহায্য সংস্থা এবং সরকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে প্রকল্পের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সাফল্যের ওপর প্রকল্পের স্থায়িত্ব অথবা সম্প্রসারণ নির্ভর করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের জন্য কোন বৈদেশিক সূত্র থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায়নি। তবে জাপান, কেয়ারসহ কয়েকটি দেশ ও সংস্থা এই প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।